দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 04 JAN 2006
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হচ্ছে

শতাক আহমেদ ॥ বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্য দিয়ে ঘোষিত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হ চলতি শিক্ষা বর্ষ (২০০৫-০৬) থেকে। এর মাধ্যমে শে আরও একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হতে ছে। শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হলেও উপাচার্য থেকে শুরু করে ক্ষক নিয়োগের বিষয়টি এখনও ফয়সালা করা হয়নি। য়ী প্রকল্প পরিচালক বিদায়ের একদিন আগে তড়িঘড়ি াডেমিক কাউন্সিল গঠন করে গেলেও আইন অনুযায়ী এই উন্সিল বৈধ নয়। কাউন্সিল গঠনেও চরম অনিয়ম করা ছে। মনোনীত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন করা ছে। কলেজের তিন শিক্ষককে তিন অনুষদের ডিন করা ও তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া নি এখনও। তাছাড়া এখানে কলা ও বিজ্ঞানকে এক করে টি অনুষদ করা হয়েছে। যা কোন পাবলিক বিদ্যালয়েই নেই। এ অবস্থায় আগামী ২১ জানুয়ারি ক নতুন এই বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রথম বর্ষে ছাত্র ভর্তির বদনপত্র বিতরণ শুরু হচ্ছে। শেষ হবে ৭ ফেব্রুয়ারি। ৈ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ২৪ জানুয়ারি থেকে 'গ' নিটের মাধ্যমে।

বিদ্যালয়টির বর্তমান ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের দায়িত্ব পালনকারী অধ্যাপক ফরিদা রহমান জনকণ্ঠকে বলেছেন, ভর্তির সুবিধার্থে এসব করা হয়েছে। আর আগের প্রকল্প পরিচালকই এসব করে গেছেন বলে তিনি জানান।

সূত্র মতে, ভর্তির ক্ষেত্রে অনেকটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুসরণ করা হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে চারটি ইউনিটে অনুষ্ঠিত হবে পরীক্ষা। যোগ্যতার ক্ষেত্রে 'ক', 'গ' এবং 'ঘ' ইউনিটের ক্ষেত্রে এসএসসি এবং এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় ন্যূনতম দুই দশমিক পাঁচসহ মোট জিপিএ ৬ এবং 'খ' ইউনিটে উভয় পরীক্ষাতে দুই দশমিক পাঁচসহ মোট ৫ জিপিএ লাগবে। অন্যান্য ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরাও যোগ্যতা সাপেক্ষে আবেদন করতে পারবে। ভর্তি ফরমের মূল্য ধরা হয়েছে ৩শ' টাকা। ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে 'গ' ইউনিট ২৪ ফেব্রুয়ারি, 'খ' ইউনিট ২৬ ফেব্রুয়ারি, 'ক' ইউনিট ২৮ ফেব্রুয়ারি এবং সর্বশেষ ১ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে 'ঘ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা। পরীক্ষা হবে এমসিকিউ পদ্ধতিতে।

এদিকে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়ে গেলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য যা যা দরকার তার কোন কিছুই নেই। এখন পর্যন্ত উপাচার্য নিয়োগই সম্ভব হয়নি। প্রকল্প পরিচালক ও পদাধিকার বলে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের দায়িত্ব পালনকারী অধ্যক্ষ আয়শা শিরিন রহমানের চাকরির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় ভূগোল বিভাগের প্রফেসর ফরিদা রহমান ভারপ্রাপ্ত প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন। আয়শা শিরিন পরিচালক হিসেবে নায়েমে এক বছরের চুক্তিতে নিয়োগ পেয়েছেন। তিনটি অনুষদের ডিনও নির্বাচন করা হয়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়টির আইন অনুযায়ী তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক না হয়েই ডিন হয়েছেন কিভাবে এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তাছাড়া বিদায়ী প্রকল্প পরিচালক জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদায় হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে ২৭ ডিসেম্বর তড়িঘড়ি একটি একাডেমিক কাউন্সিল গঠন করে যান। কিন্তু এতে যেভাবে সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা বিশ্ববিদ্যালয়টির আইনের পরিপন্থী। কারণ আইন অনুযায়ী একাডেমিক কাউন্সিল গঠনের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনধিক সাতজন অধ্যাপক যাঁরা ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে মনোনীত করা হবে। কিন্তু ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক এই সাতজনকে মনোনয়নের ক্ষেত্রে অনিয়ম করা হয়েছে। কারণ প্রতিষ্ঠানটিতে ৩৬ জন অধ্যাপক থাকলেও তাঁদের বাদ দিয়ে দুইজন সহযোগী অধ্যাপককেও ঠাঁই দেয়া হয়েছে অধ্যাপকের জায়গায়। সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক এবং প্রভাষক মনোনীতদের ক্ষেত্রেও জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন করা হয়েছে।

এদিকে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন নিয়েও আইনী জটিলতা দেখা দিয়েছে। জগন্নাথ কলেজের ভাইস প্রিন্সিপালসহ কলেজের ১৮ শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়টির নতুন আইনের বিরুদ্ধে আদালতে দু'টি রিট করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়টি নামে পাবলিক হলেও কার্যত এটি চলবে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে।